দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ২9.APR.1997 পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

স্কুল সংস্কার নিয়ে পুরনো ঢাকায় তুলকালাম

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আদালত পুরনো ঢাকার প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাইস্কুলের সংস্কার কাজের পক্ষে আদেশ দিয়েছে। এ কাজে যাতে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সেজন্য ঢাকার ৬ষ্ঠ সহকারী জজ আতিকুর রহমান সোমবার এক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। আদালতের এই আদেশ বাস্তবায়ন নিয়ে মঙ্গলবার সারা পুরনো ঢাকা এলাকায় চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, স্কুলের জমি-সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্মীবাজার শাহী মসজিদ কমিটির সঙ্গে স্কুল কমিটির দ্বন্দ্ব-মামলা চলছিল। এই দ্বন্দ্ব মঙ্গলবার বিকালের দিকে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সংগঠিত হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ স্কুলে হামলা চালালে এর আসবাবপত্র, বইপুস্তক সব কিছুই ধ্বংস হয়। হামলা চলে সংলগ্ন দুইটি গির্জা এবং ছাত্রী হোস্টেলেও। বিক্ষুব্ধ মানুষ পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে ৪ জন ফটোসাংবাদিক, একজন এসি ও ৫ জন পুলিশসহ প্রায় অর্ধশত আহত হয়। পুলিশ বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে শতাধিক রাউন্ড টিয়ার শেল ছুড়েছে। পুলিশের উদ্দেশেও ককটেল, ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আইজিকে ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। রাতে সূত্রাপুর থানা সূত্র বলেছে ৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, গতকাল সকালে সংস্কারের লক্ষ্যে মসজিদ সংলগ্ন প্রাচীরের কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেললে উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাদের পক্ষে এই প্রাচীর ভাঙ্গার কথা অস্বীকার করেছে। এরপর থেকেই সারাদিন আদালত এলাকা থেকে লক্ষ্মীবাজার পর্যন্ত বিক্ষোভ চলতে থাকে। আছরের নামাজের পর লক্ষ্মীবাজার শাহী মসজিদের মাইক থেকে এ ব্যাপারে মুসল্লি প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানানো হয়। শত শত বিক্ষোভকারী মিছিল করে স্কুলের

(১১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

পুরনো ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে গির্জা, মসজিদ ও সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুলের জমি সংক্রান্ত মামলায় স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষে, আদালত রায় ঘোষণা করলে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের সংস্কারের জন্য মসজিদের সীমানা দেয়াল ভাঙতে গেলে একদল যুবক গির্জার গেট ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। —জনকণ্ঠ

স্কুল সংস্কার নিয়ে

(প্রথম পাতার পর)

দিকে ছুটে যায়। মুহূর্তে এই সংখ্যা কয়েক হাজার অতিক্রম করে। বিক্ষোভকারীরা প্রথমে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারে স্কুল ক্যাম্পাসকে লক্ষ্য করে। তারপর তারা স্কুল ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। তখন কেউ কেউ নানা ধর্মীয় শ্লোগান দিয়েও উত্তেজনাকে সংক্রমিত করে বলে জানা গেছে। মুহূর্তের মধ্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় পুরো স্কুল ক্যাম্পাস। বিক্ষোভকারীরা দরজা-জানালা ভাঙচুর করে। আসবাবপত্র, বইপুস্তক সব কিছু টেনে হেঁচড়ে বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। পুলিশের সংখ্যা কম থাকায় তাৎক্ষণিক [illegible] অবস্থা সামাল দেয়া যায়নি। পরে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানোর পর বাধা দেয়া হলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। সংঘর্ষ, হামলার সময় সংলগ্ন ছাত্রী হোস্টেলের ২ ছাত্রী ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। ৬ ছাত্রী তাদের এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র হারিয়েছে। ঘটনার পর হোস্টেলের ৪৬ ছাত্রীকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

লক্ষ্মীবাজার শাহী মসজিদ কমিটির পক্ষে বলা হয়েছে, তারা এই ঘটনার সাথে জড়িত নয়। বাইরের লোকজন মসজিদে ঢুকে মাইকে ঘোষণা দিয়ে মুসল্লিদের উত্তেজিত করে হামলা চালিয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেছে। তারা অভিযোগ করেছে, টংপাড়া এলাকা থেকে হাজারখানেক লোক এসে ঘটনায় জড়িয়েছে, মসজিদের চাবি নিয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি ১.৪০১০ একর জমির ওপর অবস্থিত। কাগজপত্র অনুসারে নালিশী সম্পত্তিসহ এর সর্বমোট ৫.২১৭২ একর সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন জনৈক রাজেন্দ্র চন্দ্র দে সিংহ। জনৈক রোমান ক্যাথলিক চার্চ সিস্টার্স হার্ট গত ১-৪-১৯০২ সালে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে নালিশী সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পত্তি রাজেন্দ্র চন্দ্র-এর কাছ থেকে কিনে নিয়ে স্কুল ও চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। নালিশী দাগে স্কুল ভবন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। জরাজীর্ণ স্কুল ভবনটি এখন ব্যবহারের প্রায় অযোগ্য। এসএ ৮০২ দাগে স্কুল, ৮০৩ দাগে মসজিদটি অবস্থিত। গত ১০/১২/৯৬ তারিখে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভবনের ওপর বেড়ে ওঠা একটি বটগাছ কাটতে গেলে মসজিদ কমিটির পক্ষে আপত্তি জানানো হয়। এরপর সিটি কর্পোরেশনের স্টেট অফিসার এসে সম্পত্তিটি স্কুলের বলে রায় দেন। কিন্তু তারপরও বিরোধ মীমাংসা না হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ১৯/২/৯৭ তারিখে থানায় ডায়েরি করলে তা ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি নন জিআর মামলা (১৩৮/৯৭) হিসাবে নথিভুক্ত হয়। এরপর আবার বিরোধ শুরু হলে সূত্রাপুর থানায় ২৫-৫-৯৭ তারিখে আরেকটি ডায়েরি করা হয় স্কুলের পক্ষে।

আদালতে বিবাদী মসজিদ পক্ষ বলেন, মোগল আমলে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদের পূর্বদিকে কবরস্থান, উত্তর-পশ্চিমে ইমাম সাহেবের থাকার হুজরাখানা ছিল। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পতনের পর মুসলমানরা পালিয়ে বেড়াতে থাকলে ইংরেজরা ওই স্থান দখল করে স্কুল নির্মাণ করেছে বলে মসজিদ কমিটি অভিযোগ করে। বিবাদী পক্ষে আদালতে বলা হয়, মসজিদের মোতওয়াল্লী হাফেজ মফিজউল্লাহর সন্তান সন্ততি না থাকায় তিনি উদাসীন প্রকৃতির হওয়ায় এ সম্পর্কে কোন কাগজপত্র সংগ্রহ করেননি। স্বাধীনতার ২/৩ বছর পর হাফেজ মফিজউল্লাহ মারা যাবার পর বিবাদী পক্ষ কোন মোতওয়াল্লী নিয়োগ করেনি। কিন্তু কাগজপত্র প্রদর্শন করতে না পারায় আদালত বিবাদী পক্ষের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। মঙ্গলবার আদালতের রায়ে বলা হয়, প্রায় শতবর্ষ পুরানো স্কুলের জরাজীর্ণ ভবনটি সংস্কার প্রয়োজন। এই স্কুলে এলাকার সকল ধর্মাবলম্বী লোকের সন্তান পড়াশুনা করেন। সংস্কার না হলে ভবনটি যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। এসব বিষয় বিবেচনা করে আদালত আদেশটি প্রদান করেন। একই আদেশে স্কুল সংস্কার কাজে কেউ যেন বাধা সৃষ্টি না করে সে জন্য এক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।